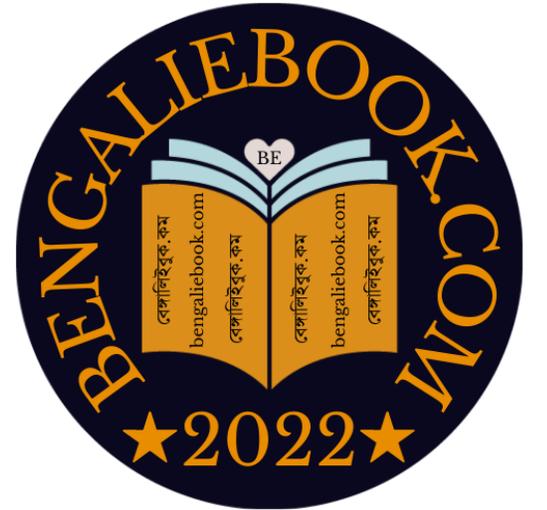


কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

# নীল মানুষের পরাজয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



# নীল মানুষের পরাজয়

শেষরাতের দিকে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল হঠাৎ। শীতকাল, এ সময় এরকম বাদলা হওয়ার কথা নয়। রণজয় আর গুটুলির ঘুম ভেঙে গেল। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোটমন গুহাকে ওরা বড় করে নিয়েছে, সেটাই এখন ওদের বাড়ি। রণজয় অন্য জায়গা থেকে একটা বড় পাথর এনে গুহার মুখটা আড়াল করে রেখেছে, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

ঝড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর গুটুলি প্রথমে উঠে এসে বাইরে একটু উঁকি মারল। মড়মড় করে গাছ ভাঙার শব্দ হচ্ছে, বাতাসেও একটা গাঁ-গাঁ শব্দ। এরকম ঝড়-বৃষ্টি গুটুলি সাতজন্মে দেখেনি। সে ভয় পেয়ে ভেতরে ছুটে এসে রণজয়কে ডাকল।

রণজয়ের ঘুম ভেঙে গেলেও সে সহজে উঠতে চায় না। বেশ শীত পড়েছে, সে কম্বলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, বৃষ্টি পড়ছে তাতে ভয়ের কী আছে? আমাদের গুহার মধ্যে তো আর জল ঢুকবে না!

গুটুলি বলল, কীরকম ভয়ংকর একটা শব্দ হচ্ছে। বাইরে এসে একবার শুনে দ্যাখ! মনে হচ্ছে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। যদি সারা পৃথিবী ভেসে যায়!

রণজয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হেঃ, পৃথিবী ভাসলেই হল আর কী! এখন ঘুমোও। সকালে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এই সময় বাইরে যেন একসঙ্গে একশোটা কামান দাগার শব্দ হল। গুটুলি রণজয়ের হাত চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ও কী! পাহাড় ভেঙে পড়ছে।

রণজয় হেসে বলল, এত ভয় কীসের গুটুলি ভায়া? বাজের আওয়াজ শোননি কখনো?

এত জোরে বাজ পড়ে কখনো?

আমরা গুহার মধ্যে রয়েছি তো, তাই আওয়াজটা বেশি মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, চল দেখি বাইরে। রঘু কোথায়?

রঘু কাঁদছে!

রণজয়কে এবারে উঠতেই হল। গুহাটা অনেকখানি লম্বা, ভেতরে দু-তিনটে ঘরের মতন খোপ খোপ। তারই একটা খোপে ওদের রান্নাঘর, সেইখানেই থাকে রঘু। শীতের জন্য সেই ঘরটায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

রণজয় আর গুটুলি সেই ঘরে এসে দেখল, রঘু দেয়ালে পিঠ দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে আর বলছে, আজ শেষ হয়ে গেলুম! আজ আকাশ ভেঙে পড়বে, পাহাড় ভেঙে পড়বে, আর কোনওদিন বাড়ির লোকদের দেখতে পাব না গো!

রণজয় বলল, দেশের কী অবস্থা! ডাকাতগুলো পর্যন্ত এত ভীতু হয়? এই রঘু, চল, আমার সঙ্গে বাইরে চল, একটু বৃষ্টিতে ভিজে আসি!

এই সময় মেঝেটা একটু কেঁপে উঠল আর বাইরে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হল।

গুটুলি দারুণ ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। মহাপ্রলয়!

রণজয় এবারে খুব দ্রুত গুটুলি আর রঘুকে দুহাতে তুলে নিয়ে ছুটে চলে এল বাইরে। ভূমিকম্প হলে গুহার মধ্যে থাকা সত্যিই বিপজ্জনক। বাইরে বৃষ্টি একেবারে চাবুকের মতন। একের পর এক গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে। কাছেই একটা ছোট পুকুর আছে, তার পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। রঘু আর গুটুলিকে দুটি বেড়ালছানার মতন দু-বগলে নিয়ে রণজয় ছুটল সেদিকে।

পুকুরটার ধারে পৌঁছতেই হঠাৎ খুব জোরে একটা বিদ্যুৎচমকে চতুর্দিক সাদা হয়ে গেল। রণজয় মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করেও পারল না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রণজয়ের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ঝড়-বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই। দিনের আলো ফুটে গেছে। রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসল। কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে? ভূমিকম্পে পৃথিবী চৌচির হয়নি, পাহাড়ও ভেঙে পড়েনি, তবু শুধু বিদ্যুৎচমকে সে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? তার মাথায় কি বাজ পড়েছিল? মাথায় বাজ পড়লে কি কেউ বাঁচে?

রণজয় নিজের দুগালে চড় মারল কয়েকটা। ব্যথা লাগছে তো। তা হলে সে মরেনি। গুটুলি আর রঘু তার দুপাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে রণজয় ছিটিয়ে দিল ওদের মুখে। একটু বাদেই ওদেরও জ্ঞান ফিরল।

রণু চোখ মেলেই বলল, আমি কি মরে গেছি?

গুটুলি বলল, আমার কী হয়েছিল?

রণজয় বলল, ঝড়ে শুধু কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে, আর কিছুই হয়নি। সামান্য একটু মাটি কেঁপেছিল। রঘু যা, উনুনে আগুন দে। চা আর রুটি বানা, আমার খিদে পেয়েছে।

রণু আবার কাঁদতে শুরু করে দিল ভেউ-ভেউ করে।

রণজয় অবাক হয়ে বলল, আরে, এ ডাকাতটা দেখছি বাচ্চাদেরও অধম হয়ে গেছে। এই, তোর এখন আবার কান্নার কী হল?

রণু বলল, আমি দোষ করেছি বটে, তা বলে কি কোনওদিন ছুটি পাব না?

গুটুলি বলল, কতগুলো ডাকাতি করেছিলি মনে নেই? তোকে যদি পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতুম, তা হলে সারাজীবন জেলে পচতে হতো!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

রঘু বলল, রোজ-রোজ রান্না করার চেয়ে জেলে থাকাও ভালো!

রণজয় ধমক দিয়ে বলল, যা, আগে চা-টা তৈরি কর। আমরা গুহায় আসছি একটু বাদে।

রঘু চলে যাওয়ার পর গুটুলি বলল, ওস্তাদ, দ্যাখো, আকাশ এখন একেবারে পরিষ্কার। গতকাল বিকেলেও এরকম পরিষ্কার ছিল। তবু রাত্তিরে ওরকম ঝড়-বৃষ্টি হল কী করে? আমরাই বা অজ্ঞান হয়ে গেলুম কেন?

রণজয় বলল, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে...

সে কথা শেষ করার আগেই পেছনে শোনা গেল মানুষের পায়ে শব্দ। ওরা পেছন ফিরতেই দেখল, দুটি কিশোরী মেয়ে পুকুরটার দিকে আসছে।

মেয়ে দুটিকে একেবারে হুবহু একরকম দেখতে। দুজনেরই বয়েস হবে তেরো চোদ্দ, মাথায় লম্বা চুল, একজন একটা লাল রঙের, অন্যজন একটা হলদে ফ্রক পরা। দুজনেরই কাঁধে ঝোলা-ব্যাগ। দুজনেরই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো।

ওরা যেমন মেয়েদুটিকে দেখে অবাক হয়েছে, তেমনি মেয়ে দুটিও ওদের দেখে অবাক ভাবে থমকে দাঁড়াল। রণজয় প্রায় আট ফুট লম্বা, গায়ের রং আকাশের মতন নীল, আর গুটুলিকে দেখতে একটি বাচ্চা ছেলের মতন হলেও তার নাকের নিচে পুরুষ্টু গোঁফ!

রণজয় আর গুটুলিকে দেখার পর মেয়ে দুটি একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

রণজয়ের গলার আওয়াজ বাজখাঁই ধরনের, নতুন লোকরা শুনলে চমকে যায়। তাই সে গুটুলির চোখের দিকে তাকিয়ে একটা ইঙ্গিত করলে।

গুটুলি জিগ্যেস করল, এই, তোমরা কারা গো? এই বনে কী করে এলে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

হাসি থামিয়ে লাল রঙের ফ্রক পরা মেয়েটি তার ঝোলা থেকে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার বার করে কানের কাছে এনে কী যেন শুনল। তারপর সেটা অন্য মেয়েটির হাতে দিয়ে সে বলল, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি!

গুটুলি বলল, তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছ? কোথা থেকে এলে? কীসে করে এলে? তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে?

হলদে ফ্রক পরা মেয়েটি এবার অন্য মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ও আমার সঙ্গে আছে, আমি ওর সঙ্গে আছি। আর কেউ নেই।

তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এলে কী করে! তোমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?

লাল ফ্রক এবার হলদে ফ্রকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের গাড়ি কি খারাপ হয়ে গেছে? কী জানি! আমরা বেড়াতে এসেছি।

এই জঙ্গলে তোমরা দুটি মেয়ে বেড়াতে এসেছ, সঙ্গে কেউ নেই, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা।

হলদে ফ্রক বলল, বেড়াতে আসা বুঝি আশ্চর্যের কথা? তোমরা এখানে কী করছ, তোমরা বেড়াতে আসোনি?

রণজয় যতদূর সম্ভব আশ্তে ফিসফিস করে গুটুলিকে বলল, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী জানিস, এই মেয়ে দুটো আমায় দেখে ভয় পেল না কেন? এই প্রথম দেখছি, কেউ আমায় দেখে ভয়ে কাঁপছে না। মেয়ে দুটো তো মনে হচ্ছে, ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে! আমাদের দেখে হাসতে শুরু করল?

গুটুলি বলল, খুব পাকা মেয়ে। একা-একা বেড়াতে এসেছে!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

তারপর সে গলা তুলে ওদের বলল, না, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। আমরা এখানে থাকি।

হলদে ফ্রক ও লাল ফ্রক চোখাচোখি করল একবার, তারপর লাল ফ্রক বলল, তোমরা জঙ্গলে থাকো? তোমরা কী জন্তু?

এইবারে রণজয় প্রচণ্ড জোরে হুংকার দিয়ে বলল, অ্যাঁ, কী বললে? আমরা জন্তু?

রঘু ডাকাতের মতন লোকও প্রথমবার রণজয়ের এইরকম হুংকার শুনে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর তারা পুকুরের ধারে এসে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

গুটুলি রেগে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, এই খুকি, আমাদের জন্তু বললে যে? আবার হাসছ?

দুটি মেয়েই প্রত্যেকবার কথা বলার আগে নিজেরা চোখাচোখি করে কী যেন বলে নেয়। এবারে হলদে ফ্রক বলল, ভুল বলেছি বুঝি? তোমরা বললে কি না তোমরা জঙ্গলে থাকো, তাই আমরা ভাবলাম, জঙ্গলে তো জন্তুরাই থাকে।

গুটুলি বলল, জঙ্গলে মানুষও থাকে। কিন্তু তোমাদের বয়েসি মেয়েরা জঙ্গলে একা-একা আসে না। এখানে অনেক রকম বিপদ হতে পারে।

লাল ফ্রক বলল, আমরা একলা আসিনি তো, দুজনে এসেছি। এখানে কীরকম বিপদ হয়?

গুটুলি বলল, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকে, অনেক চোর-ডাকাতও লুকিয়ে থাকে জঙ্গলে।

হলদে ফ্রক বলল, তোমরাই বুঝি চোর-ডাকাত? তোমরা আমাদের বিপদে ফেলবে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

গুটুলি বলল, আচ্ছা মুশকিল তো, এই মেয়ে দুটো কিছু বোঝে না। আমরা চোর ডাকাত হলে কি তোমাদের আগে থেকে সাবধান করে দিতুম?

রণজয় বলল, আহা রে, মেয়ে দুটি সত্যি বড় সরল। ওরা বেড়াতে এসেছে, খুশি মতন বেড়িয়ে নিক। আমরা ওদের পাহারা দেব।

মেয়ে দুটি আঁজলা করে পুকুর থেকে খানিকটা জল তুলে সেই জলের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর সেই জলে জিভ ঠেকাল।

গুটুলি চোঁচিয়ে বলল, ওই পুকুরের জল খেও না। কাছেই একটা ঝরনা আছে, সেই ঝরনার জল ভালো।

ওরা সেই কথায় তেমন আমল দিল না। চুমুক দিয়ে জলটুকু খেয়ে নিয়ে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কী যেন বলল।

পুকুরের ধারে ছোট-ছোট ঘাসফুল ফুটে আছে। ওদের একজন একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেও জিভ ঠেকাল। অন্যজন আর একটা ফুল তুলে খেয়ে নিল টপ করে।

রণজয় বলল, আহা রে, ওরা বোধহয় রাস্তা হারিয়ে বনের মধ্যে চলে এসেছে। খুব খিদে পেয়েছে ওদের। এই গুটুলি, ওদের ডাক না। ওরা আমাদের সঙ্গে জলখাবার খেতে পারে।

গুটুলি জিগ্যেস করল, ওগো, ও মেয়ে। তোমাদের নাম কী?

লাল ফ্রক পরা মেয়েটি বলল, নাম? আমাদের নাম? হ্যাঁ, আমাদের একটা করে নাম আছে। আমার নাম রুমুনা আর ওর নাম ঝুমুনা। এইবার বলো তো, তোমাদের নাম কী?

গুটুলি বলল, আমাকে সবাই গুটুলি বলে ডাকে। আর এই যে আমার বন্ধুকে দেখছ, এর নাম রণজয়, কিন্তু ওকে সবাই বলে নীল মানুষ।

ঝুমুনা জিগ্যেস করল, তোমরা একজন এত ছোট, আর একজন এত বড় কেন?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

এই সময় দূর থেকে রঘু চুঁচিয়ে বলল, চা, চা রেডি! বাবুদের কি পুকুর পাড়ে চা দিতে হবে, না এইখানে আসা হবে?

রণজয় বলল, রঘু, এইখানে চা আর খাবার-টাবার নিয়ে আয়। গুটুলি বলল, ওগো রুমুনাঝুমুনা, তোমরা আমাদের সঙ্গে চা খাবে এসো।

রুমুঝুমুনা পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল। তারপর রুমুনা বলল, না, আমরা এখন ওই দিকে বেড়াতে যাব।

তারা দুজনে নেমে পড়ল পুকুরে। তারপর পাশাপাশি দুটি হাঁসের মতন নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গেল ওপারে। তারপর নেচে নেচে গা থেকে জল ঝরাতে লাগল।

পুকুরের ওই ধারে একটা বন-তুলসীর বোঁপ। মেয়ে দুটি সেখান থেকে টপাটপ ফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে লাগল।

রণজয় বলল, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। ওরা কি মেয়ে, না প্রজাপতি?

গুটুলি চোখ গোল-গোল করে বলল, ওরা জুতো পরে জলে নেমে গেল, জুতো পরে সাঁতার কাটল। এ কী গুন্ডা মেয়েরে বাবা! ওরা আবার ফুল খায়।

রণজয় বলল, অনেকে কুমড়া ফুল আর বকফুল ভাজা খায়। আমরা ওই ফুল খেয়ে দেখিনি, হয়তো ভালোই লাগবে!

এই সময় রঘু একটা খালায় করে চায়ের কাপ আর রুটি নিয়ে এল। খালাটা নামিয়ে রেখে সে গোমড়া মুখে জিগ্যেস করল, তোমরা কি পাখির ডিমের ওমলেট খাবে?

গুটুলি বলল, সে আবার কী? পাখির ডিমের ওমলেট মানে?

রঘু বলল, কালকের ঝড়ে অনেকগুলো গাছ ভেঙে পড়েছে তো। আমাদের গুহার সামনে ওরকম দুটো গাছে দেখলুম যে বেশ কয়েকটা পাখির বাসা। তার থেকে আমি আট-দশটা ডিম কুড়িয়ে রেখেছি।

রণজয় বলল, ধুৎ! পাখির ডিম আবার কেউ খায় নাকি? ডিমগুলো যেখানে পেয়েছিস, সেখানে রেখে আয়। তবে একটা ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। অনেকদিন মুরগির ডিম খাওয়া হয়নি। এই জঙ্গলে আমি কয়েকবার বন-মুরগির ডাক শুনেছি। দেখতে হবে ততো ওরা কোথায় ডিম পাড়ে।

গুটুলি বলল, মেয়ে দুটো গেল কোথায়?

মেয়ে দুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। তারা ঢুকে পড়েছে পেছন দিকের জঙ্গলে।

গুটুলি মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, এটা কিন্তু বেশ চিন্তার বিষয়। এখান থেকে গাড়ির রাস্তা অন্তত দশ-বারো মাইল দূরে। সেখান থেকে মেয়ে দুটো কি এত সকালে হেঁটে চলে এল? কিংবা, কাল রাত্তিরে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওরা এই জঙ্গলেই কাটিয়েছে? ওদের সঙ্গে কোনও পুরুষ মানুষ নেই কেন?

রঘু বলল, মেয়ে? কোথায় মেয়ে? তোমাদের ভয়ে এই জঙ্গলে ভূত-পেতনি ছাড়া আর কোনও মানুষ ঢুকবে না!

রণজয় বলল, রঘু, চাল আর ডাল আছে তো? দুপুরে ভালো করে খিচুড়ি বানা। বৃষ্টি পড়লেই আমার খিচুড়ির জন্য মন কেমন করে। গুটুলি আর আমি ততক্ষণ দেখে আসি, মেয়ে দুটো কী করছে!

রঘু বলল, সত্যি দুটো মেয়ে এসেছে নাকি; আমি তাদের দেখতে যাব না? রান্না না হয় পরে হবে!

রণজয় আঙুল তুলে ধমক দিয়ে বলল, যা, নিজের কাজ কর গিয়ে!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

গুটুলি বলল, রঘু, আবার যদি পালাবার চেষ্টা করিস, তা হলে এবার কিন্তু তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব!

রণজয় গুটুলিকে তুলে নিল কাঁধের ওপর। তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে পুকুরের ধার ঘুরে পেছন দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল।

একটু খুঁজতেই দেখতে পাওয়া গেল মেয়ে দুটিকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা ফাঁকা জায়গায় মুখোমুখি বসে আছে রুমুনা আর ঝুমুনা, তাদের মাঝখানে দুটো ছাই রঙের খরগোশ। মেয়ে দুটি হাততালি দিচ্ছে আর খরগোশ দুটো নাচছে।

গুটুলি বলল, বুনো খরগোশ ওদের কাছে পোষ মেনেছে, এ কী অদ্ভুত ব্যাপার?

রুমুনা গুনগুন করে একটা গান শুরু করল, ঝুমুনা তার বোলা থেকে একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে রণজয় বলল, তুই ওই দিকটায় দাঁড়া। খরগোশ দুটো ধরতে হবে। খিচুড়ির সঙ্গে খরগোশের রোস্ট খুব ভালো জমবে।

রণজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে গান থামিয়ে রুমুনা বলল, নীল মানুষ, এই জিনিস দুটোর নাম কী?

রণজয় বলল, জিনিস মানে? এ দুটো তো খরগোশ। তোমরা খরগোশ চেনো না? তোমরা কোন দেশের মেয়ে?

গুটুলি বলল, এরা আসলে মেয়ে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।

রণজয় বলল, ওগো রুমুনা, ঝুমুনা, আজ দুপুরে আমাদের গুহায় তোমাদের নেমস্তন্ন। খিচুড়ি আর খরগোশের রোস্ট।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

খরগোশ দুটো নাচ খামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পালাচ্ছে না। রণজয় হাত বাড়িয়ে খরগোশ দুটোকে ধরতে যেতেই রুমুনা বলল, এই, ওদের ধরবে না!

রণজয়ের হাত দুটো সঙ্গে-সঙ্গে অবশ হয়ে গেল। তার থেকেও শক্তিশালী যেন কেউ চেপে ধরল তার হাত। সে প্রচণ্ড চেষ্টা করেও তার হাত দুটো নামাতে পারল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণজয় বলল, এইবার বুঝেছি। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল...তোমরা দুজন অন্য গ্রহ থেকে এসেছ, তাই না?

ঝুমুনা খরগোশ দুটোর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, এই, যাঃ, যাঃ। তোরা খেলতে যা!

খরগোশ দুটো এবার তিন লাফে পালিয়ে গেল পাশের ঝোপে।

ঝুমুনা বলল, আমরা তো অন্য গ্রহ থেকে আসিনি। আমরা অনেক দূরে থাকি, রাত্তিরবেলা তোমরা যে ছায়াপথ দেখতে পাও, সেইখানে। ছুটির সময় আমরা বেড়াতে যাই। আমরা দুজনেই তো ফুল নিয়ে পড়াশুনো করি, তাই তোমাদের এখানে ফুল চেখে দেখতে এসেছি। তোমাদের এই ছোট্ট জায়গাটায় অনেক রকম ফুল ফোটে।

ঝুমুনা বলল, আমরা নিজের মনে বেড়াব, তোমরা তোমাদের কাজ করতে যাও না!

রণজয় বলল, কাল রাত্তিরে একটা মহাকাশযান তোমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে, ঠিক কিনা? সেই জন্যই হঠাৎ ওরকম ঝড়-বৃষ্টি আর ভূমিকম্প হল। বেশ বড় স্পেসশিপ মনে হচ্ছে। তোমরা সঙ্গে অদৃশ্য বডিগার্ড নিয়ে এসেছ বুঝি?

ঝুমুনা বলল, বডি গার্ড আবার কী? কেন, আমরা নিজেরা বুঝি বেড়াতে পারি না?

রণজয় বলল, আমার হাত দুটো কে চেপে ধরে আছে? ছেড়ে দিতে বলো!

মেয়ে দুটি একথা শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। খুব মিষ্টি তাদের হাসির শব্দ। ঝরনার কুলুকুলু শব্দের মতন।

ঝুমুনা বলল, তোমার হাত আবার কে ধরে থাকবে? আমরা তো কারুকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি হাত দুটো ওরকম উঁচু করে আছ কেন, নিচে নামাও!

রণজয়ের হাত দুটো আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে তাকাল গুটুলির দিকে। গুটুলির মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, ওস্তাদ, এই মেয়ে দুটোর চোখ একেবারে সবুজ। ভেতরে যেন আলো জ্বলছে। এরা কি সত্যিকারের মেয়ে?

রণজয় বলল, সেটাও একটা কথা বটে। ওগো ঝুমুনা ঝুমুনা, তোমরা কি সত্যিকারের মেয়ে? নাকি তোমাদের চেহারা অন্যরকম, ইচ্ছে করে পৃথিবীর মেয়েদের রূপ ধরেছ?

ঝুমুনা বলল, আমরা আমাদের মতন, আমরা হঠাৎ পৃথিবীর মেয়ে সাজতে যাব কেন? তোমরা বাপু এখন যাও, আমাদের অনেক কাজ আছে। তোমাদের পৃথিবীর সবরকম ফুল আমাদের একটু-একটু খেয়ে দেখতে হবে। ওই যে ওই বড় গাছটায় ফুল ফুটে আছে, ওগুলো কী ফুল?

রণজয় বলল, ও তো শালগাছের ফুল। অত উঁচু থেকে তোমরা পাড়বে কী করে? দাঁড়াও, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

রণজয় উঠে দাঁড়াবার আগেই ঝুমুনা তরতর করে সেই গাছে উঠে গেল। ঠিক গাছ বেয়ে ওঠা নয়, জুতো পরা অবস্থাতেই সে যেন হেঁটে উঠে গেল গাছটার ডগায়। খানিকটা ফুল পেড়ে এনে নিজে একটু খেয়ে দেখল, বাকিটা দিল ঝুমুনাকে।

রণজয় বলল, হুঁ, বুঝলুম, মাধ্যাকর্ষণে তোমাদের আটকাতে পারে না। তা শোনো ঝুমুনা আর ঝুমুনা, এই পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কারখানা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মহাশূন্যের অন্য অনেক গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে এসেছি। আমি নীল মানুষের গ্রহে গেছি, অদৃশ্য মানুষদের গ্রহ দেখেছি, তারপর যেখানে মানুষখেকো রাক্ষুসে গাছ আছে...তোমরা ঠিক কী উদ্দেশ্যে এসেছ বলো তো? শুধু ফুল খেতে? আমাদের পৃথিবীর কোনও ক্ষতি করতে আসনি তো?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

রুমুনা বলল, কী বিচ্ছিরি কথা! আমরা তোমাদের ক্ষতি করব কেন? আমরা বেড়াতে এসেছি, আজ রাত্তিরেই আবার ফিরে যাব।

বাঃ, তা হলে তো তোমরা আমাদের অতিথি। আজ দুপুরে খিচুড়ি খেতে চলল আমাদের সঙ্গে। আচ্ছা আমি যে খরগোশ দুটো ধরার চেষ্টা করলুম, তোমরা বাধা দিলে কেন?

বলছি তো, তোমরা আমাদের বিরক্ত করো না। আমাদের ইচ্ছেমতন বেড়াতে দাও। তোমরা অন্য জায়গায় যাও।

আমাকে এরকম বকে-বকে কথা বলছ? জানো, তোমার বয়েসি ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখেই কত ভয় পায়!

যারা ভয় পায়, তুমি তাদের ভয় দেখাওগে! আমরা ভয় পেতে একদম ভালোবাসি না।

গুটুলি বলল, ওস্তাদ, চলো কেটে পড়ি। ওদের চোখের দিকে তাকালেই আমার বুক কাঁপে!

রণজয় বলল, সে কীরে, দুটো পুঁচকে মেয়েকে দেখে আমরা ভয় পেয়ে পালাব? তা হলে দ্যাখ-

রণজয় দুহাতে রুমুনা আর ঝুমুনাকে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিল শূন্যে, তারপর তাদের হাত বদল করে আবার লুফে নিয়ে বলল, এবার? কেমন লাগল?

রুমুনা বলল, আমাদের মাটিতে নামিয়ে দাও!

ঝুমুনা মুচকি হেসে বলল, এটা আবার একটা খেলা নাকি? তোমরা অন্য একটা খেলা দেখবে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

মাটিতে দাঁড়িয়ে ঝুমুনা এক আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গুটুলি আর রণজয়কে শুধু ঘুরিয়ে দিল একবার। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দুজন দুটো দুসাইজের লাটুর মতন বনবন করে ঘুরতে লাগল।

রণজয় চেষ্টা করে বলল, থামাও, থামাও, আমাদের থামিয়ে দাও।

ঝুমুনা আর ঝুমুনা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাটিতে।

দূরে হঠাৎ অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কারা যেন এইদিকেই আসছে।

ঝুমুনা-ঝুমুনা এবার হাসি থামিয়ে উঠে বসল। ওদের মধ্যে একজন থামিয়ে দিল রণজয় আর গুটুলিকে।

রণজয় বলল, এবারে তোমাদের আর একটা খেলা দেখাই?

হুড়মুড় করে গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে এল কয়েকজন পুলিশ। সবার হাতে বন্দুক। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে রঘু।

রঘু হাত তুলে বলল, ওই দেখুন স্যার, ওই সেই দৈত্যটা। খুব সাবধান, ওকে পালাতে দেবেন না। এই দৈত্যটাই এদিককার সব ডাকাতি করে। আর ওই যে বেঁটে। বাঁটকুলটা, ওইটা মহাশয়তান। এদের চিড়িয়াখানায় বন্ধ করে রাখুন স্যার।

রণজয়ের বিশাল চেহারা দেখে পুলিশদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শুধু ওদের মধ্যে যে ইন্সপেকটর, সে রিভলভার উঁচিয়ে বলল, হ্যান্ডস্ আপ! দৈত্য কোথায়, এ তো একটা লম্বা লোক। গায়ে নীল রং মেখেছে। গনেশ বুক অফ রেকর্ডসে এর চেয়েও লম্বা লোক আছে।

রঘু বলল, না, স্যার, ও সত্যি দৈত্য। ওর গায়ে গুলি লাগলেও বোধহয় মরবে না। ওই বেঁটে গুটুলিটাকে আগে ধরুন!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

ইন্সপেকটর বলল, এই মেয়ে দুটি কোথা থেকে এল?

রঘু বলল, দৈত্যটাই নিশ্চয়ই ওদের ধরে এনেছে, স্যার।

ইন্সপেক্টর রুমুনা আর ঝুমুনাকে জিগ্যেস করল, তোমরা কে মা? তোমরা কোথা থেকে এসেছ?

রুমুনা মিষ্টি হেসে বলল, আমরা বেড়াতে এসেছি। তোমরা কে? তোমরা বুঝি চোর-ডাকাত?

ইন্সপেকটর শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর রণজয়কে বলল, চল, চল ব্যাটা?

একজন পুলিশ গুটুলির ঠিক মাথার কাছে বন্দুক তাক করে আছে। রণজয় বুঝতে পারল, সে একটু এগোবার চেষ্টা করলেই ওরা আগে গুটুলিকে গুলি করবে। বিশ্বাসঘাতক রঘু ওদের আগেই বলে দিয়েছে যে সে গুটুলিকে কতটা ভালোবাসে।

সে রুমুনা আর ঝুমুনার দিকে তাকিয়ে বলল, ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তা হলে যাই? আর খেলা হল না!

ইন্সপেকটর বলল, এই মেয়ে দুটিকেও যেতে হবে থানায়। চলো তো মা, কোনও ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে চলো!

রুমুনা বলল, না, আমরা যাব না। আমরা বেড়াতে এসেছি।

রণজয় বলল, তোমাদের যদি ওরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়, আমি তোমাদের বাঁচাব। দেখবে?

সে রুমুনা আর ঝুমুনাকে দুহাতে তুলে নিয়ে খুব উঁচুতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, যাও! তোমরা তোমাদের দেশে চলে যাও!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । নীল মানুষের পরাজয় । কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

ঝুমুনা আর ঝুমুনা ঠিক দুটো পাখির মতন উড়তে লাগল বনের মাথায়। পুলিশরা হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইল। সেই সুযোগে রণজয় একজন পুলিশের বন্দুকটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই ইন্সপেকটরটি চালিয়ে দিল তার বুকো একটা গুলি! রণজয় বসে পড়ল মাটিতে।

ঝুমুনা আর ঝুমুনা ওপরে উড়তে উড়তে একজন আর একজনকে বলল, ওই লম্বা লোকটা মোটে একটাই খেলা জানে। আয়, ওদের আমি অন্য একটা খেলা দেখাই!

ঝুমুনা বলল, পরে যে লোকগুলো এল, ওদের মুছে ফেললে কেমন হয়?

ঝুমুনা বলল, ওরা আমাদের জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিল, ওরা লোক ভালো না। ওরাই বোধহয় চোর-ডাকাত! ওদের ঘুম পাড়িয়ে দি?

ঝুমুনা আর ঝুমুনা উড়তে-উড়তে একটা সুন্দর গান ধরল। ঠিক যেন বাঁশির মতন আওয়াজ বেরুল তাদের গলা দিয়ে। সেই গান শুনে এক-একজন পুলিশ ধুপধাপ করে পড়ে যেতে লাগল মাটিতে। সবাই অজ্ঞান। এমনকী গাছের পাখিরাও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঝুমুনা আর ঝুমুনা নিচে নেমে এসে রণজয় আর গুটুলির হাত ধরে আবার উড়ান দিল। বনের মধ্যে ছাড়িয়ে, অনেক-অনেক ওপরে, প্রায় মেঘের কাছে চলে এল ওরা। রণজয়ের বুকো গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে, কিন্তু তার প্রাণ আছে। ঝুমুনা আঙুলে করে তার মুখের একটু থুতু রণজয়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই তার রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

চোখে ফুঁ দিয়ে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ঝুমুনা। তারপর বলল, এবারে মেঘের পিঠে বসিয়ে দেব তোমাদের। ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে। এই খেলাটা তোমরা জানো?

রণজয় বলল, না, জানি না। লক্ষ্মী দুই মেয়ে, তোমাদের কাছে আমি হেরে গেছি। হেরে গিয়েও আনন্দ হচ্ছে!